বড়ো হল চাষী

ওয়াল্ট ডিজনি

এক যে ছিল চাষী

[রূপক গল্প]

লেখক — ওয়াণ্ডা গ্যাগ

অনুবাদক — সিরাজুদ্দিন হোসেন
(বার্তা সম্পাদক, দৈনিক 'ইত্তেফাক')

০ প্রকাশক ০

দিগন্ত পাবলিশিং হাউস

৯৫, ইসলামপুর, ঢাকা—১

মুদ্রণ ঃ ঝুনু প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
১১, পান্নিটোলা, ঢাকা—১

*

ব্লক ঃ গ্রীন হরাইজন
৩, রমাকান্ত নন্দী লেন, ঢাকা—১

*

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের]

দাম— [illegible] ৯·৫০

এক যে ছিল চাষী

যার ছিল ঘর-কন্নার সখ

পুনর্বর্ণনা ও অংকনে
ওয়াণ্ডা গাগ্
॥ নিউইয়র্ক ॥

Bengali Translation of Gone is Gone
by WANDA GAG. Original title
Published in New York' 1935.
Twelvth Impression.

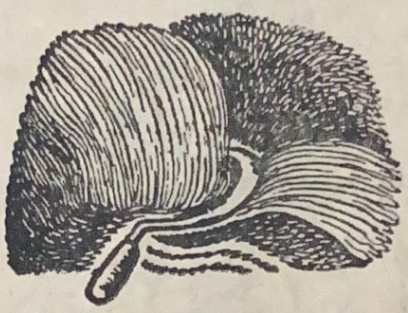

আমার চাষী পূর্ব-পুরুষদের

উদ্দেশ্যে

অনেক—অনেক পুরোনো গল্প এটা। আমি যখন খুব ছোট, তখন আমার দাদী আম্মা গল্পটি আমাকে শুনিয়েছিলেন। তিনি যখন ছোট ছিলেন, তখন তাঁর দাদা তাঁকে এই গল্পটি বলেছিলেন। আবার তিনি যখন বোহেমিয়ার কোন একটি চাষী পরিবারের ছোট ছেলেটি, তখন তাঁর আম্মা এটা তাঁকে শুনিয়েছিলেন। তিনি কোথায় শুনেছিলেন, তা' আমার জানা নেই। তবে, তোমরা জেনে রাখ, এটা একটা পুরোনো, অনেক পুরোনো গল্প। দাদী আম্মার মুখে গল্পটা আমি যেমনটি শুনেছি তেমনটিই এবার তোমাদেরকে শোনাচ্ছি ঃ

একে বলে—

এক যে ছিল চাষী

এমন একটা লোকের গল্প এটা,
যার ছিল ঘর-কন্নার সখ

লোকটির নাম ফ্রিজল - আর তার বিবির নাম লাইজি। তাদের ছিল এক ছোট্ট খুকু, নাম তার কিণ্ডলী।

আর ছিল একটা কুকুর, নাম স্পিজ।

একটা গরু, দু'টো ছাগল তিনটে শূকর ও ডজন খানেক হাঁসও তাদের ছিল। মোটকথা, তাদের যা' ছিল, মোটামুটি এই-ই হলো তার বিবরণ।

একখণ্ড জমিও তাদের ছিল, এই জমিতেই তারা চাষ-বাস করতো।

ফ্রিজল জমি চষে, বীজ বোনে, ঘাস নিড়োয়; আবার ফসল যখন পাকে, তখন তা কেটে এনে আঁটি বেঁধে পাঁজা করে রাখে। পরে মাড়িয়ে রোদ হলে রোদে শুকোয়। এমনি ক'রে সারাদিন তার কাটে খাটা-খাটুনির মধ্যে।

ঘর সাফ্ করা, রান্না-বান্না, মাখন তোলা, খুকুর যত্ন নেওয়া, এই ছিল লাইজির কাজ। সারাদিন তারও খুব খাটা-খাটুনি করতে হয়। দেখেই হয়তো তা বুঝতে পারছো।

দু'জনেই তারা খাটে; কিন্তু ফ্রিজল ভাবে সে-ই খাটে বেশী।

সারাদিন মাঠে খাটা-খাটুনির পর ফ্রিজল ঘরে ফেরে। ঘরে এসেই একখানা পিঁড়ি টেনে নিয়ে বসে। লাল রঙের বিরাট রুমালখানা দিয়ে মুখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে বলে ঃ উঃ! কি গরমই না পড়েছে আজ—তার ওপর খাট্‌তেও হয়েছে কম না! লাইজিকে আদর করে ডেকে বলে ঃ "লাইজি জানো, পুরুষদের কাজ কি কঠিন! তার তুলনায় তোমাদের মেয়েদের কাজ কিছুই না।"

লাইজি বলে ঃ আমাদের কাজও সহজ নয় গো!

—সহজ নয়!—ফ্রিজল গলা চড়িয়ে বলে উঠে ঃ —তুমি যা কর সে আবার কাজ! একটু ঘোরা-ফিরা, এখানের জিনিস একটু সরিয়ে ওখানে রাখা, টুক্‌টাক, এই-তো তোমার কাজ, এ আবার কাজ নাকি! ওতে কষ্টেরই বা কি আছে?

– বেশ, তাই যদি মনে করো, তবে এসো, কাল থেকে আমরা কাজ বদলে নেই। তোমার কাজ আমি করি, আমার কাজ তুমি করবে। আমি কালই মাঠে যাচ্ছি নিড়োন-কুড়োন বা ঘাস কাটার কাজ যা কিছু, সবই আমি করছি, বাড়ী বসে এখানের জিনিস একটু ওখানে সরিয়ে রাখার সহজ কাজটাই তুমি কর। প্রস্তাবটা পছন্দসই হয়েছে নিশ্চয়ই, তাই না ?

ফ্রিজ্‌ল ভাবলো, প্রস্তাবটা সত্যিই মন্দ নয়। এ তার পক্ষে বরং ভালই হবে, ঘাসের ওপর দিব্যি আরামে

গা মেলে দিয়ে ছোট্ট খুকুমণির ওপর নযর রাখা, ঠাণ্ডা ছায়ায় ব'সে মাখন তোলা, একটা-আধটা চপ্ ভাজা, কিছুটা ঝোল বা তরকারী রান্না করা, কাজ বলতে তো এই। বেশ, মন্দ কি? এ তো নেহায়েত মামুলী ব্যাপার। —"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এতে তার অমতের কিছু নেই, সে রাজী।"

পরের দিন। লাইজি আর দেরী করে না। এক জগ্ পানি নিয়ে—কোদালিটা কাঁদে ফেলে—ভোর না হ'তেই সে মাঠে বেরিয়ে পড়ে।

এদিকে ফ্রিজল, সে কোথায়? সে তখন রান্না ঘরে, নাশ্‌তার জন্য বেশ রসালো আর কড়া পাকের একরাশ চপ্‌ তৈরীতে ব্যস্ত। পিঁড়ি পেতে ব'সে আগুনের ওপর প্যান পেতে দিব্যি আরামে সে কল্পনার জাল বুনছে। আগুনের তাতে চপ্‌গুলো যতই স্যাঁত স্যাঁত আওয়াজ করছে, কল্পনার জালও ফ্রিজলের ততই ঘন হয়ে উঠ্‌ছে।

—এইবার এক মগ্‌ মদ চাই। —হ্যাঁ ঠিক, এই তো সে এতক্ষণ ভাবছিল। চপের সংগে এক মগ আপেলের মদ তা হলে তো কথাই নেই।

ভাবতে না ভাবতেই সে কাজে লেগে যায়। চুলোর ধারে প্যানটা রেখে ফ্রিজ্‌ল্‌ দৌড়ে ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে ঢোকে।

সেখানে এক পিঁপে ভর্তি মদ রয়েছে। পিঁপের মুখ খুলে দিতেই উছ্‌লে বেরিয়ে এলো মদ, আর ফ্রিজল তার সামনে মগ পেতে দিল। মগের মধ্যে মদের উপরে যতই ফেনা জমতে লাগলো ফ্রিজলও ততই খুশীতে বাগ্‌ বাগ্‌ হ'য়ে উঠ্‌তে লাগলো।

কিন্তু হায়, ওকি! রান্নাঘরে আওয়াজ কিসের? স্পিজ (কুকুর) কি চপ্‌গুলো তা'হলে সাবাড় করছে? হ্যাঁ, তাই তো। হন্তদন্ত হ'য়ে সিঁড়ি পেরিয়ে ঘরে ঢুক্‌তেই ফ্রিজল দেখতে পেল, স্পিজ চপের তাড়াটা মুখে ক'রে—রান্না ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে ছুটে পালাচ্ছে রীতিমত ঊর্ধশ্বাসে।

"হেই, হুই, হো, ওরে– এই"– করতে করতে ফ্রিজল দৌড়োলো স্পিজের পিছনে ; কিন্তু স্পিজ কি আর থামে !

সে আরও জোরে দৌড়োতে থাকে– পিছন পিছন দৌড়োয় ফ্রিজল। ফ্রিজল যত না জোরে দৌড়োয়, স্পিজ দৌড়োয় তার শত গুণ জোরে ; শেষ পর্যন্ত স্পিজ চলে যায় ফ্রিজলের নাগালের বাইরে।

—থাক্ যা হবার হয়েছে। —ঘাড় নাড়তে নাড়তে ফ্রিজল মনকে বুঝ্ দেয়। এবার সে ফিরলো, গা বেয়ে তার ঘাম ছুট্ছে, রীতিমতো হাঁফাচ্ছেও সে। আর থেকে থেকে বড় লাল রুমালখানা দিয়ে মুখ মুচ্ছে।

হঠাৎ তার এবার মদের কথা মনে পড়ে গেল! না তাইতো, মদের পিঁপের মুখ কি আট্‌কানো হয়েছিল? আট্‌কানো হয়নি তো; পিঁপের ছিপিটা তো এখনও তার হাতে। খেয়াল হতেই সে আবার ঊর্ধশ্বাসে ছুটতে শুরু করলো।

বড় বড় পা ফেলে দৌড়োতে দৌড়োতে ফ্রিজল ঘরে

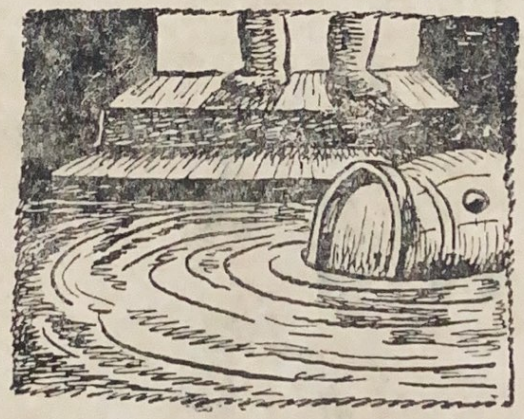

ফিরলো; কিন্তু এতক্ষণে সব শেষ। মগ ছাপিয়ে শেষ পর্যন্ত মদে সমস্ত মেঝে গেছে ভেসে। আর খালি পিঁপেটা তার মধ্যে ভাসছে।

ঘরময় চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফ্রিজল ভাবতে থাকে। হঠাৎ মাথা চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে মনকে সে প্রবোধ দেয়—"থাক্ যা হবার হয়েছে।"

এদিকে, এতক্ষণে তো মাখন তোলা শেষ হওয়ার কথা। ফ্রিজল মাখন তোলার পাত্রটিতে মালাই ভর্তি ক'রে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে একটা প্রকাণ্ড গাছের ছায়ায় গিয়ে বসে ; আর গায়ের জোর দিয়ে মালাই ঘুঁটে মাখন তুলতে থাকে। ছোট খুকু কিণ্ডলিও তার পিছন পিছন এসে সেখানটায় 'গরু গরু' খেলছে। ওপরে নীল আকাশ, তার ওপর আবার সোনালী আলো ছড়িয়ে সূর্য্যিমামা রথ চালিয়ে চলেছেন,—আর ফুলগুলো ঘাসের মধ্যে পরীদের চোখের মতো যেন জ্বলজ্বল ক'রে জ্বলছে।

হাতল ঘুরোতে ঘুরোতে ফ্রিজল ভাবে, এ কিন্তু ভারী আরামের! পা দু'টোকে তো অন্ততঃ বিশ্রাম দিতে পারছি ; কিন্তু কৈ, তাই বা আর হ'চ্ছে কৈ ? গরুটার কি হ'লো ছাই ?

তার কথা তো আমার একটুও মনে নেই? সকাল থেকে বেচারীকে তো এক ফোঁটা খেতে দেয়াও হয়নি।

বড় বড় পা ফেলে ফ্রিজল এবার এক বালতি ঠাণ্ডা পানি নিয়ে ছুটে চললো গোয়াল ঘরটার দিকে। কিন্তু

ততক্ষণে, তৃষ্ণার জ্বালায় বেচারী গাইটার ছাতি ফেটে যাচ্ছে, জিভ শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গিয়েছে আর মুখের মধ্য থেকে জিভটা আধ হাত খানেক বেরিয়েও এসেছে। তা ছাড়া, চেহারা থেকে যে কেউ-ই বুঝতে পারবে গাইটার খিদেও পেয়েছ দারুণ।

ফ্রিজল গোয়াল-থেকে গাইটাকে বের করে নিয়ে গিয়ে চললো সবুজ খোলা ময়দানটার দিকে। কিন্তু দাঁড়াও! কিণ্ড্লী তো আবার সেখানেই রয়ে গেছে। এদিকে, ফ্রিজল যদি ময়দানে যায়, তবে কিণ্ডলী হয়তো ওদিকে কোন না কোন ঝামেলা বাঁধিয়ে বসবে। না, গাইটা আর ময়দানে নিয়ে গিয়ে কাজ নেই।

তার চেয়ে তাকে কাছাকাছি কোথাও, আর না হয় ঘরের চালের ওপরেই বেঁধে দেয়া যাক্। চালের ওপর? হ্যাঁ, চালের ওপর। ফ্রিজলের ঘরের চাল তো টিন বা টালির নয়। কাঁচা মাটির সংগে আবর্জনা মিশিয়ে রীতিমতো দালানের ছাদের মতো করে চাল তৈরী করা হয়েছে! তাই, সে চালের ওপর এখন ভারী সুন্দর ঘাস জন্মেছে। নানা রকম ফুলও সেখানে জন্মেছে।

তোমরা হয়তো ভাবছ, চালের ওপর গরু! সে উঠবে কি করে? কিন্তু তা নয়, ফ্রিজলের ঘরের চালে

গরু ওঠানো মোটেই কষ্টের কিছু নয়। একটা ঢালু পাহাড়ের গা ঘেঁষেই তার ঘরটি তৈরী। এই পাহাড়ের ওপর দিয়ে অতি সহজেই গরু-বাছুর নিয়ে ঘরের চালে তোলা যায়। ফ্রিজল করলেও তাই।

গাইটার কিন্তু ঢাল্ জায়গাটা ভারী পছন্দ হলো। মনের আনন্দে সে একদিক থেকে তাজা ঘাস খাওয়া শুরু করলো। তাই না দেখে ফ্রিজল নিশ্চিন্ত মনে ফিরে এলো সেই আগের যায়গায় যেখানে সে মাখন তোলার কাজ আধাআধি শেষ ক'রে রেখে গিয়েছিল।

কিন্তু হায়! এ কি কাণ্ড! গাছের তলায় সে যা দেখলো, তাতে তার চক্ষু চড়কগাছ! কিণ্ড্‌লী মাখন তোলার পাত্রটার গা বেয়ে উপরে উঠছে, পাত্রটাও তার ভারে কাঁৎ হয়ে পড়ে আর কি!

হ্যাঁ পড়ছেই তো!

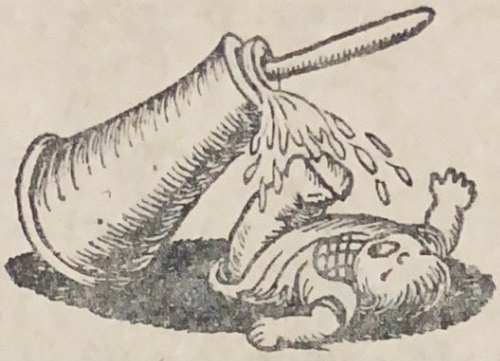

পড়লোও তো!

ওই তো, ঘাসের উপর কিণ্ডলী সটান হ'য়ে পড়ে আছে। আধ পেষা সর আর মাখনে সে একেবারে ঢাকা পড়ে গেছে।

ব্যাপার দেখে ফ্রিজল মনে মনে বললো—"আমাদের মাখন খাওয়া তাহলে ওই পর্যন্তই!"

নীল চোখ দুটো তার ভাটার মতো ঘুরতে থাকে। ঘাড় নেড়ে বলে ওঠে "যাক্, যা হবার হয়েছে।"

সর আর মাখনে চাপা-পড়া কিণ্ডলীকে তুলে নিয়ে সে তাকে রোদে দিল শুকোতে; কিন্তু ততক্ষণে সূর্যের তেজ দারুণ বেড়ে গিয়েছে। বেলাও এদিকে দুপুর।

কিন্তু এখনও যে খাবার তৈরী হয়নি! লাইজি যে এক্ষুণি মাঠ থেকে ফিরবে। আর সে এসেই তো খাবার চাইবে। তবে উপায়?

তাড়াতাড়ি বড় বড় পা ফেলে ফ্রিজল গিয়ে ঢোকে সব্‌জীর বাগানে। সে দু'হাত বোঝাই ক'রে আলু, পটল, পিঁয়াজ, কফি, গাজর, শালগম, শিম—মোটকথা সব রকম সব্‌জী তুলে ঝুড়ি ও ঝাঁকা ভরে ফেল্‌লো।

সব কিছু মিলিয়ে বেশ সুন্দর ঝোল তৈরী হ'বে—ফ্রিজল মনে মনে ভাবে। ঝাঁকা মাথায় চাপিয়ে-ঝুড়িটা হাতে বাঁধিয়ে—যত খুশী সব্‌জী নিয়ে সে তাড়াতাড়ি ফিরে চললো বাড়ীতে। হাত বোঝাই সব্‌জী বাগানের দরজা বন্ধ করাও তার আর হয়ে উঠলো না।

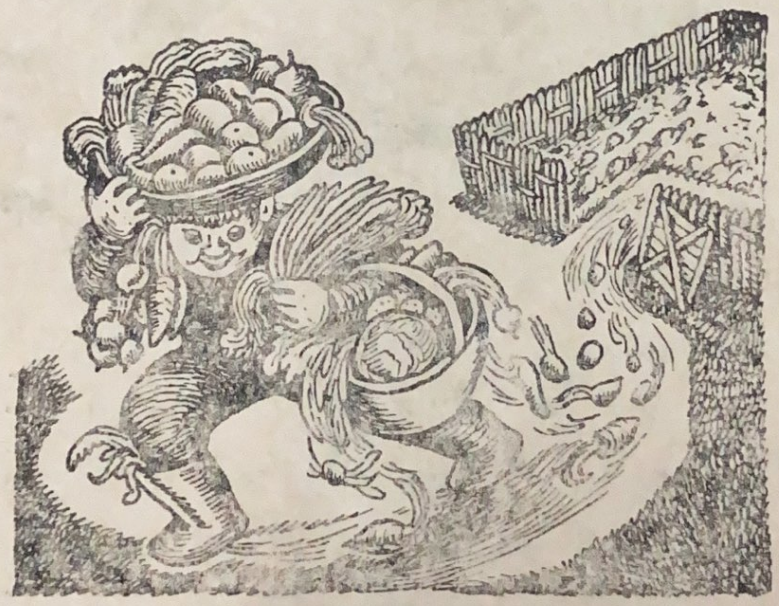

রান্না ঘরে গিয়ে একটা পিঁড়িতে ব'সে সে সোজা শুরু ক'রে দিলো তরকারী কুট্‌তে। কী তাড়াতাড়ি না ফ্রিজলের হাত চলছে। তোড়ের চোটে সব্‌জীর টুকরোগুলো এদিক-ওদিক ছিট্‌কে পড়ছে।

কিন্তু হ'লে কি হবে? হঠাৎ হুড়মুড় করে একটা আওয়াজ তার কানে এলো।

ফ্রিজল লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

'আরে! গাইটা চালের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়লো বলে! পড়ে শেষ পর্যন্ত কী ঘাড়টাই ভাংবে?'

একপাঁজা মোটা দড়ি নিয়ে ফ্রিজল দৌড়ে উঠলো ছাদে। এবার শোন, মন দিয়ে শোন। সেখানে গিয়ে সে কি করলো এবার তা-ই বল্‌ছি। দড়ির এক মাথা গাইটার পেটের তলা দিয়ে ঘুরিয়ে এনে খুব কষে দিল এক গেরো। অন্য মাথাটা রান্নাঘরের ধোঁয়া বেরুবার চিম্‌নী গলিয়ে নীচে দিল ফেলে। তারপর রান্না ঘরে গিয়ে দড়িটা টেনে নিয়ে নিজের কোমরের সংগে বেশ করে বাঁধলো।

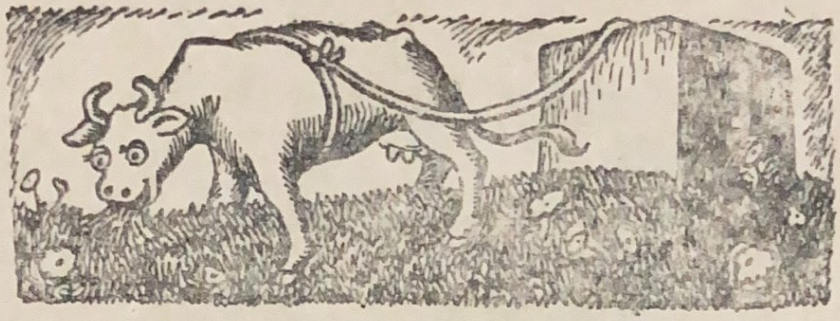

'এবার। এবার দেখি বাছাধন কী করে পড়ে।' নিজের বুদ্ধির প্রশংসায় সে নিজেই বাগ্‌বাগ হয়ে ওঠে।

'এবার আর আমার গাইটাকে পড়তে হচ্ছে না'— বলে মনের আনন্দে সে শিস্‌ দিতে দিতে আবার রান্নার কাজে মন দিল।

বেশ কয়েকখানা কাঠ এনে চুলোয় ঠেলে দিয়ে ফ্রিজল এবার একটা বিরাট হাঁড়িতে করে পানি চাপিয়ে দিল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব কিছু ঠিকই আছে। সব্জীর ঝোল তো? তা তৈরীর আর কী-ইবা দেরী!

আচ্ছা, এবার সব্‌জীগুলো তা হলে হাঁড়িতে ঢেলে দেয়া যাক্‌। করলোও তাই।

এবার আগুনটা জ্বেলে দেই—

এবার মশলাগুলো—

যেই কথা, সেই কাজ।

কিন্তু হায়! আগুন আর তাকে জ্বালতে হলো না। ঠিক তক্ষুনিই বিরাট আওয়াজ করে ছাদের ওপর থেকে গাইটা পড়লো গড়িয়ে, আর দড়ির টানে ফ্রিজলও শাঁ করে এসে চিমনীর মুখে আট্‌কে গিয়ে ঝুলতে থাক্‌লো।

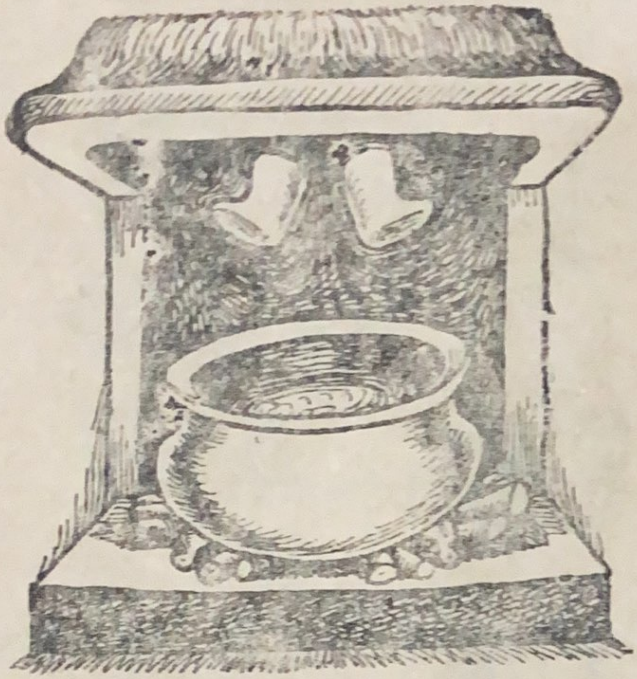

নাম্‌তেও পারে না, উঠ্‌তেও পারে না। ফ্রিজল আট্‌কে যাওয়ায় গাইটাও আর মাটির নাগাল পেল না। সেও শূন্যে ঝুল্‌তে লাগ্‌লো।

এর মধ্যে কোদাল কাঁধে লাইজিও বাড়ী ফিরছে। হায়। হায়! একি হলো গো! ছাদের গা ঘেঁষে ওটা ঝুলছে কি? গাইটাই না? হ্যাঁ, গাইটাই তো। বেচারীর দম বন্ধ হওয়ার দশা।

চোখ দুটোও তো বেরিয়ে আসার জোগাড়। জিভ্‌খানাও গেছে শুকিয়ে কাঠ হয়ে।

লাইজি আর দেরী করে না। কোদালটা নিয়ে শাঁই শাঁই করে কোপ দিল, আর অমনি দড়িটা কেটে গিয়ে গাইটা হুমড়ি খেয়ে পড়লো মাটিতে। বেচারী বাঁচলো, কিন্তু পা চারখানা গেল খোঁড়া হয়ে। তবু মন্দের ভাল।

বাগানের দিকে দেখতেই লাইজির চক্ষু চড়ক গাছ! দরজাটা খোলা পেয়ে শূকর, ছাগল আর সব ক'টা হাঁস মিলে প্রাণ ভরে সব্জীগুলো সাবাড় করছে। খাওয়া আর বলে কাকে! সব ক'টা জানোয়ারই একেবারে ফুলে গোল হয়ে গেছে। আর এদিকে সব্জী বাগানটা—সে তো একেবারেই সাফ্।

আর একটু এগুতেই লাইজি দেখে—মাখন তোলার পাত্রটা রয়েছে উল্টে। আর তারই পাশে রোদের মধ্যে বসে কিণ্ডলী—শুকনো সর আর মাখন মেখে কাঠ হ'য়ে বসে আছে।

আর খানিকটা এগুতেই দেখা স্পিজ কুকুরটার সাথে। আহা হা! এ বেচারারও তো শেষ দশা! ঘাসের উপর ফুটবলের মতো পড়ে রয়েছে। একরাশ চপ খেয়ে বেচারীর এই দশা! দম বন্ধ হয়ে মরে আর কী!

এবার গেল ভাড়ার ঘরে। কিন্তু একি! সারা মেঝে তো মদে ভেসে গিয়েছে। সিঁড়িটাও প্রায় ডুববার যোগাড়!

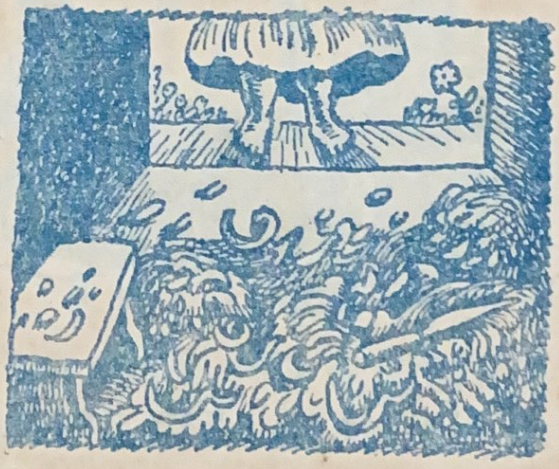

সেখান থেকে বেরিয়ে লাইজি গেল রান্নাঘরে! ওমা, একি! সারা মেঝেতে তরকারী ছিটানো! পিঁয়াজের খোসা আর একরাশ আ-কুটা তরকারী। থালা-বাটিগুলোরও সেই দশা। সারা মেঝেতে রয়েছে ছিটিয়ে।

এবার তার নজর পড়লো চুলোর বাছটিতে। হাঁড়ির দিকে নজর পড়তেই সে চীৎকার ক'রে পাড়া মাথায় ক'রে তুল্লো—ওমা, একি হলগো, আমি কোথায় যাবগো, বাঁচাও গো! তরকারীর হাঁড়ির মধ্যে ওটা কি? দুটা হাত নাড়ছে আর পা দু'টো এদিক-সেদিক ছুঁড়াছুঁড়ি করছে, আর পানির মধ্য থেকে অনবরত বুদ্‌বুদ্‌ উঠ্‌ছে।

"না, না, একি ক'রে হ'তে পারে?"—চীৎকার ক'রে ওঠে লাইজি। সে জান্‌তেই পারেনি যে, (অবশ্য আমরা জানি, কেমন?) দড়ি কেটে যখন সে গাইটাকে বাঁচালো, তখন এদিকে তার স্বামীর কপালেও আর কিছু জুটেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে যখন গাইটার দড়িটা

কাটে, তখন বেচারা ফ্রিজলও চিমনীর ভেতর দিয়ে ঝপাং ক'রে পড়েছে এসে চুলোর ওপর রাখা তরকারীর হাঁড়িটার মধ্যে।

লাইজি আর দেরী করে না। সোজা গিয়ে পা দু'টো ঠেলে ধরে—হাত দু'খানা ধরে টেনে বাইরে আন্‌লো। তারপর দেখে ফ্রিজলের এ-কানে খানিকটা

কপির পাতা, ওকানে খানিকটা আলুর কুচি, চুলের মধ্যে পিঁয়াজের খোসা আর পকেটের মধ্যে সব রকমের কিছু কিছু তরকারী।

"না গো, না," লাইজি বললো—"তুমি কোন কর্মেরই না। এই বুঝি তুমি ঘর সামলাচ্ছো?"

"লাইজি, ও লাইজি! ফ্রিজল কাঁদো কাঁদো হ'য়ে বলে—'তুমি ঠিক বলেছ, তোমাদের কাজও কম শক্ত নয়!"

'না, প্রথম দিকে হয়তো কিছুটা শক্ত লেগেছে'—লাইজি বলে—'কিন্তু কাল পর্যন্ত হয়তো অনেকখানি সহজ হয়ে আসবে। আর তখন হয়তো তুমি ভালই পারবে।"

"না, না লাইজি - ফ্রিজল বললো—যা হবার হয়ে গেছে আর নয়। তার চেয়ে তুমি তোমার ঘর সাম্‌লাও, আমি আমার নিজের কাজে—মাঠেই ফিরে যাই। কেমন? আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আর কোনদিন বলবো না যে আমার কাজ তোমার চেয়ে শক্ত।"

"আচ্ছা, বেশ"—লাইজী বলে—"এই যদি হয়, তাহলে ঝগড়াঝাটি আর হবে না কোনদিন—চিরদিন তুমি আর আমি সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর-সংসার করতে পারবো।"

শেষ পর্যন্ত লাইজি আর ফ্রিজল আপোষ করে তাই ই করলো।

[শেষ]